ই-বুকের ইতিকথা আনিসুর রহমান

লিখে মনের ভাব প্রকাশ করা শুরু হয়েছিল প্রথম কোথায়? বিশেষজ্ঞরা বলেন, আজ যেখানে ইরাক, তার আশেপাশে সুমেরিয়া বলে একটা জনবসতি গড়ে উঠেছিলো এখন থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক বছর আগে। লেখালেখির কাজটি তারাই প্রথম শুরু করে। ওরা অবশ্য লিখতো নরম মাটিতে কাঠিদিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। পরে রোদে শুকিয়ে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হতো স্থায়িত্ব। এই মাটি লিপিগুলিকে বই বলা যাবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে তবে বই এর যাত্রা এ ভাবেই শুরু হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। এর পর এক দীর্ঘ পথ। কখনো পাথর, কখনো চামড়া, কখনো কাঠ, তালপাতা, কাপড় - বিভিন্ন মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে মানুষ লিখেগেছে তার মনের ভাব। জন্ম-মৃত্যু, বিজয়-উল্লাস আর ব্যাথা-বেদনার কথা। মিশরিয়রা 'বুক অব দা ডেড' লিখেছিলো প্যাপিরাসের পাতায়। আমার জানা মতে বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরানো বই চর্যাপদ লেখা হয়েছিল তাল পাতায়।

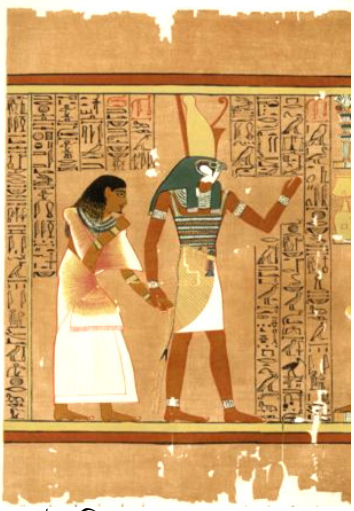

লেখালেখির জগতে প্রথম বিপ্লব শুরু হয় কাগজ আবিস্কারের পর থেকে। এই বিশাল অবদানের জন্য প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ। শুরু হলো কাগজের ওপর হাতে লেখা বই এর যুগ। মধ্য যুগের হাতে লেখা, ছবি আঁকা বইগুলো শুধু বই নয় - এগুলোকে শিল্পকর্ম বলা যেতে পারে নির্দ্বিধায়। রিহ্‌লা এবং বাবুরনামা হাতেই লেখা হয়েছিল। পরীক্ষায় নকল করা খুব খারাপ কাজ কিন্তু সে যুগে বই নকল করা খুব মহান কাজ হিসেবে বিবেচিত হতো। ইবনে বতুতা মরক্কোতে ফিয়ে গিয়ে

সুলতান আবু ইনানের অনুরোধে লিখলেন তার ভ্রমন কাহিনী, রিহ্‌লা কিন্তু সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলোক দিল্লীতে বসে সে বই পড়বেন কিভাবে! অতএব দূত পাঠাতে হবে। বই নকল করতে হবে এবং ঘোড়া বা গাধার পিঠে করে সে বই বয়ে নিয়ে যেতে হবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। গাধাদের বুদ্ধি কম হতে পারে তবে জ্ঞান বিস্তারে ওদেরও অবদান আছে।

সে যুগে সাধারণ মানুষের পক্ষে বই সংগ্রহ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। বই পড়তে হলে যেতে হবে কোনো প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোনো রাজা মহারাজার সংগ্রহশালায়। সবার সে সৌভাগ্য হতো না। এ সময় ঘটে গেল লেখালেখির জগতের দ্বিতীয় বিপ্লব। ১৪৪০ সালের দিকে জার্মানীতে গুটেনবার্গ সাহেব নির্মাণ করলেন প্রথম প্রেস মেশিন। সহজ হয়ে গেল বই নকল করা! সারা পৃথিবীতে যে বই এর মাত্র দুটি কপি ছিল, রাতারাতি তার শত শত কপি ছড়িয়ে গেল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

হাজার হাজার বছরে তিল তিল করে সঞ্চিত জ্ঞান ভান্ডার তার দরজা খুলে দিলো পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জন্য। বই তার জায়গা করে নিল সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে।

লেখালেখির জগতে তৃতীয় বিপ্লব ঘটেছে আমাদের চোখের সামনে। pc আবিস্কারের পর থেকে আমরা ধীরে ধীরে কাগজ থেকে সরে যাচ্ছি ইলেকট্রনিক মাধ্যমের দিকে। উন্নত বিশ্বে বই লেখার কাজটি এখন আর কেউ কাগজে কলমে করেন না। লেখার জন্য চাই ল্যাপটপ। অনেকে বলেন বই লেখার কাজটি যে ভাবেই হোক, ছাপার জন্য কিন্তু কাগজ লাগছেই। তা ঠিক, তবে কাগজে ছাপা বই এর দিন প্রায় শেষ। ভবিষ্যতের বই এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। নাম Kindle আর দাম মাত্র ৬০০ ডলার। শিলা লিপিকে বই বলা যাবে কিনা তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন আছে। কিন্ডল নিয়েও একই প্রশ্ন উঠতে পারে। আসলে এটা ঠিক বই নয় বরং বই পড়ার মেশিন। এর ভেতরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বই ঢোকানো যায়। যখন যে বই দরকার সেটা বের করে বোতাম চেপে পাতা উল্টে উল্টে পড়া যায়। অনেকে কম্পিউটার স্ক্রীনে বই পড়া পছন্দ করেন না। কিন্ডলের স্ক্রীন তৈরী করা হয়েছে কাগজের মত এক ধরনের জিনিস দিয়ে যার নাম e-paper. এর নিজের কোনো আলো নেই। বই পড়ার মত এটাও আলোতে বসে পড়তে হবে। ফলে এতে যে ব্যাটারী ব্যবহার হয়েছে তার জীবন অনেক দীর্ঘ। কিন্ডলে পড়ার জন্য যে বই ইন্টারনেটে বিক্রী হয় তার নাম e-book. ছাপা, বাধাই এবং পরিবহন খরচ নেই বলে এসব বই এর দাম কাগুজে বই এর চেয়ে অনেক কম। প্রতিটি কিন্ডলের ভেতরে জন্ম থেকেই মোবাইল ব্রডব্যান্ড লাগানো আছে তাই ইনটারনেট থেকে একটা e-book কেনার সাথে সাথে তা ইথারে ভেসে এসে আপনার কিন্ডলেরের ভেতরে জায়গা কবে নেবে। এমন ৩,৫০০ বই রাখার জায়গা আছে এর ভেতরে। কথাগুলি নিজের কাছেই কেমন যেন বিজ্ঞাপনের মত শোনাচ্ছে। আসলে প্রগতির দ্রুততা আমাদের বিষ্মিত হবার ক্ষমতা অনেক খানি নষ্ট করে ফেলেছে। দিন পাল্টে যাচ্ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে অনেক কিছুই পাল্টে যাবে। আজ "বই মেলায়" ঘুরছি, কিছুদিন পর "মেলা বই" নিয়ে ঘুরবো! এতে অবাক হবার কি আছে।

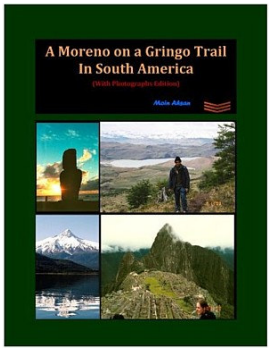

সম্প্রতি ক্যানবেরা নিবাসী জনাব মইন আহসান এর দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমনের উপর রচিত একটি বই "A Moreno on a Gringo Trail" ই-বুক আকারে প্রকাশ করেছে amazon.com. আমার জানা মতে এটাই সমভবতঃ কোনো বাঙালীর লেখা (যদিও ইংরেজীতে) প্রথম e-book. এই Link থেকে বইটি সংগ্রহ করা যাবে। বইটি PC তে পড়তে চাইলে Kindle for PC নামে একটা সফটওয়ার এই লিংক থেকে download করে নিন। লিংকগুলো কাজ না করলে amazon.com এ গিয়ে বই এর নাম সার্চ করুন। Kindle for PC র লিংক ও amazon.com এ পাওয়া যাবে।

শেষ অংশটুকু ছাড়া লেখাটি এবছর সিডনীর একুশে বই মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত "মাতৃভাষা" সংকলনে "বই বৃত্তান্ত" নামে প্রকাশিত হয়েছে।